খোলপচা রোগ ও এর প্রতিকার

খোলপচা রোগ দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শিট : ধানের রোগবালাই ও এর ব্যবস্থাপনা

খোলপচা রোগ কী?

ধানের ছত্রাকজনিত একটি রোগ খোলপচা। বাংলাদেশে ধানের প্রধান রোগগুলোর মধ্যে খোলপচা অন্যতম ক্ষতিকারক রোগ। এ রোগ বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশে দেখা যায়। রোগটি সাধারণত ধানের থোড় অবস্থায় থেকে শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই রোগটি দেখা যায় এবং এ রোগ ধানের ফলন ও গুণগত মান কমিয়ে দেয়।

কী করে চেনা যাবে?

রোগটি ডিগপাতার খোলের ওপরের অংশে শুরু হয়। শুরুতে ছোট ও গোলাকার বা অনিয়মিত আকারের বাদামি দাগ হয়। আস্তে আস্তে দাগ বড় হতে থাকে এবং কালচে থেকে দূসর রঙের হয়। রোগের মাত্রা বেশি হলে শীষ বের হতে পারে না অথবা রোগের তীব্রতা অনুযায়ী আংশিক বের হয় তবে ধান বেশির ভাগ কালো ও চিটা হয়ে যায়। আক্রান্ত শীষ খোল থেকে খুলে দেখলে সাদা সাদা ছত্রাক-কাণ্ড দেখা যায়। অনেক সময় নিচের দিকের খোলও আক্রান্ত হয়, কিন্তু ওই অবস্থায় ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না।

খোলপচা

খোলপচা

রোগের অনুকূল অবস্থা

- রোগাক্রান্ত বীজের ব্যবহার
- জমিতে পড়ে থাকা আক্রান্ত খড়কুটা
- অধিক তাপমাত্রা (৩০-৩১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) ও আর্দ্রতা
- পোকা বা অন্য কোনো কারণে খোলে ক্ষত থাকা
- অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার

রোগর দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত খড়কুটা জমিতে পুড়িয়ে ফেলা
- সুস্থ বীজের ব্যবহার
- পরিমিত সারের ব্যবহার
- বীজশোধন করা (হোমাই ৩গ্রাম/কেজি বীজ)
- বিঘাপ্রতি ১৩৩ সিসি টিল্ট অথবা ৩০০ গ্রাম হোমাই প্রয়োগ করা

ব্রি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
ড. এম এ তাহের মিয়া, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ,
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইল : taherm@bdonline.com

অধিবেশন ৩ : মডিউল ৯
ফ্যাক্ট শিট ৫

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI